একের পাতার পর

শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা পড়বে ছাত্রসমাজ

করেছে রাজ্য সরকার। তারই অঙ্গ হিসাবে তৈরি হয়েছে বিশেষ কমিটি। বৃহস্পতিবার ছিল সেই কমিটির প্রথম বৈঠক। বৈঠকে শিক্ষা, গ্রন্থাগার এবং শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতি সংরক্ষণ নিয়ে একাধিক সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, স্কুলশিক্ষা দফতর আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই পাঠ্যসূচিতে শ্যামাপ্রসাদের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও একই উদ্যোগ নেওয়া হবে। তাঁর জীবন, রাজনৈতিক ভূমিকা এবং আত্মবলিদান নিয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এর পাশাপাশি প্রকাশিত হবে পূর্ণাঙ্গ জীবনী। বাংলা ও ইংরেজি—দুই ভাষাতেই বই প্রকাশ করবে গ্রন্থাগার দফতর। মুখ্যমন্ত্রীর আশা, চলতি বছরের মধ্যেই সেই কাজ শেষ হবে।

শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে যুক্ত একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগেও একটি বই প্রস্তুত হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। সেই বই প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাজ্য সরকার যৌথভাবে কাজ করতে চায়। এ বিষয়ে তাদের মতামত চাওয়া হয়েছে।

তবে শুধু বই বা পাঠক্রমে থামছে না পরিকল্পনা। হুগলির জিরাটে শ্যামাপ্রসাদের পৈতৃক ভিটের সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। সেখানে গ্রন্থাগারের পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হবে। তৈরি হবে একটি মিউজিয়ামও। শ্যামাপ্রসাদের জীবন ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত নানা তথ্য সেখানে সংরক্ষণ করা হবে বলে সরকারি পরিকল্পনা। এছাড়াও নিউটাউনের ইকো পার্কে ১২৫ ফুট উঁচু দণ্ডায়মান মূর্তি নির্মাণের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

শ্যামাপ্রসাদের অবদান এত দিন যথেষ্ট প্রচারের আলোয় আসেনি বলেও এদিন মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, এর পিছনে রাজনৈতিক কারণ ছিল। রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পর সেই 'অবহেলা' কাটিয়ে শ্যামাপ্রসাদের অবদান নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তাঁর দাবি।

এবার আর শুধু স্মরণসভা নয়, স্কুলের বই থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম, জীবনী থেকে মিউজিয়াম। ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে শ্যামাপ্রসাদকে ঘিরে সরকারের পরিকল্পনা শিক্ষা ও স্মৃতি সংরক্ষণের একাধিক ক্ষেত্রে।

ঘুষ চাইলেই জানান, আর্জি সিবিআইয়ের

সেঁটে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা।

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী বা আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে তা জানাতে হবে সিবিআইয়ের দুর্নীতিদমন শাখাকে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে একজোট হওয়ার ডাক দিয়ে সিবিআইয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের কোনও আধিকারিক যদি আপনার কাছে ঘুষ দাবি করেন অথবা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তবে অবিলম্বে কলকাতায় সিবিআইয়ের দুর্নীতিদমন শাখাকে জানান।' বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজিতে একই বার্তা দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। কোনও ভাবেই কোথাও যেন ঘুষ না দেওয়া হয়, দুর্নীতিকে যেন প্রশ্রয় না দেওয়া হয়, জনগণকে সে বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা।

অভিযোগ জানানোর জন্য এবং সিবিআইয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য দু'টি নম্বর দেওয়া হয়েছে। সিবিআইয়ের দুর্নীতিদমন শাখার দফতর রয়েছে নিউ টাউনের অখণ্ডকেশরী রোডে। এনবিসিসি স্কোয়ারের ১৩ তলায় দুর্নীতিদমন শাখার ডিআইজির দফতর।

উল্লেখ্য, তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্য সরকারি বিভিন্ন বিভাগে দুর্নীতি চরমে পৌঁছেছিল বলে অভিযোগ। নির্বাচনী প্রচারপর্বে সেই দুর্নীতিকে হাতিয়ার করেছিল বিজেপিও। রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়ার পর রাজ্য সরকারের দুর্নীতিদমন শাখার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সংস্থাও সক্রিয় হল। এত দিন রাজ্যের কোনও বিভাগে দুর্নীতির তদন্ত সিবিআই সরাসরি করতে পারত না। তার আগে আদালতে টানাপোড়েন চলত। কোনও সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য সিবিআই-কে আগাম অনুমোদন নিতে হত। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর সেই ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে সরাসরি যে কোনও অভিযোগের তদন্ত সিবিআই করতে পারবে। তার ভিত্তিতেই সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগ সিবিআই দফতরে জানাতে বলছে কেন্দ্রীয় সংস্থা।

সুভাষের মূর্তি ভাঙায় পদক্ষেপ

এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নেতাজিকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য ও অপমানজনক পোস্ট ঘিরে গত কয়েক দিন ধরেই উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। তার মধ্যেই মূর্তি ভাঙার ঘটনা নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর তৈরি করেছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ক্ষতিগ্রস্ত মূর্তির সামনে জড়ো হন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। তাঁদের হাতে ছিল ব্যানার ও দলীয় পতাকা। 'ভারত মাতা কি জয়' এবং 'নেতাজির অপমান সহ্য করা হবে না' স্লোগানে সরগরম হয়ে ওঠে এলাকা।

বিজেপির এক কর্মীর অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই মূর্তিটি ভাঙা হয়েছে। তাঁর দাবি, আগের দিনই নেতাজিকে অপমান করার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তার পরেই এই ঘটনা ঘটেছে।

বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছেন, ভেঙে যাওয়া মূর্তির জায়গাটি সংস্কার করা হবে। সেখানে নতুন মূর্তি বসানো হবে। আগামী ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা দিবসে নতুন মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানানো হবে বলেও জানিয়েছেন তাঁরা।

ঘটনার সময়ে এলাকায় কারা ছিল, মূর্তিটি কখন ভাঙা হয়, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করতে স্থানীয় সূত্র ও অন্যান্য তথ্য যাচাই করা হচ্ছে।

এ দিকে নেতাজিকে নিয়ে সাম্প্রতিক মন্তব্যের জেরেও বিতর্ক থামছে না। বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজ নেতাজিকে 'দেশদ্রোহী' বলে মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ। তা নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। তাঁর 'বঙ্গবিভূষণ' সম্মান প্রত্যাহার করা হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

তবে নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেননি অনন্ত মহারাজ। নেতাজিকে ঘিরে বিতর্কের জন্য তৎকালীন কংগ্রেস সরকার এবং জওহরলাল নেহরুকেই দায়ী করেছেন তিনি।

এই পরিস্থিতিতে নিউ আলিপুরের মূর্তি ভাঙার ঘটনায় নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ঘটনাটি নিছক দুষ্কৃতীদের কাজ, নাকি এর পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে, তা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠছে।

তদন্তের ফলের দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। দোষীদের চিহ্নিত করে পুলিশ কী ব্যবস্থা নেয়, সেটাই এখন দেখার।

অস্ত্র পাচারের অভিযোগে বনগাঁয় ধৃত দুই ব্যবসায়ী

এবং বিএসএফের হাতে অনুপ গ্রেফতার হয়েছিল। জামিনে মুক্ত হওয়ার পর ফের একই কারবারে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। সম্প্রতি এক বাংলাদেশি দুষ্কৃতীর কাছে অস্ত্র পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল অনুপ—এমনই খবর পুলিশের কাছে আসে। সেই সূত্র ধরেই অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

তদন্তে আরও উঠে এসেছে, পেট্রাপোল বন্দরের কাছে অনুপ ও তার বাবা তুষার খানের একটি দোকান রয়েছে। পুলিশের অভিযোগ, ব্যবসার আড়ালে ওই দোকান থেকেই বিভিন্ন অসাধু কারবার চলত। অস্ত্রের লেনদেনের সঙ্গেও দোকানটির যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। অসাধু কাজের অভিযোগে তুষার খানকেও এর আগে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশের দাবি, বাংলাদেশে থাকা দুষ্কৃতীদের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ-সহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে যোগাযোগ রাখত এই চক্র। লেনদেনের বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার পর সীমান্তের দুই পারে মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে টাকা ও অস্ত্র আদান-প্রদান করা হত বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, কোথা থেকে অস্ত্র আসত এবং সীমান্তের ওপারে কারা অস্ত্র সংগ্রহ করত—সেই সমস্ত তথ্য জানার চেষ্টা চালাচ্ছে বনগাঁ থানার পুলিশ। একইসঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে আরও কোনও অস্ত্র বাংলাদেশে পাচার করা হয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সেপ্টেম্বরে বাংলায় নীতিন

করেন নীতিন নবীন।

একইদিনে দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক নেতা সুনীল বনশালের সঙ্গেও বৈঠক করেন শমীক। সাংগঠনিক রদবদল থেকে শুরু করে রাজ্য সরকারের সঙ্গে দলের সমন্বয় সাধন এবং আগত পুরো ও কর্পোরেশন ভোটের আগে দলকে ঢেলে সাজাতে একগুচ্ছ পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলেই বিজেপি সূত্রে খবর।

তবে নীতীনের এই সেপ্টেম্বরের সফর শুধুমাত্র কলকাতাকেন্দ্রিক থাকছে না। কলকাতায় রাজ্য কমিটির সাথে সাংগঠনিক বৈঠকের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যাওয়ারও পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির। মণ্ডল সভাপতি থেকে শুরু করে জেলা, রাজ্য ও ব্লক স্তরের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি বসে সংগঠনের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন তিনি। আগামী দিনে বুথস্তর পর্যন্ত সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে কী কী পদক্ষেপ প্রয়োজন, সেই বিষয়েও তাঁদের মতামত নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কারণ, এই বছরের শেষে কিংবা আগামী বছরের শুরুতেই রাজ্যের একাধিক কর্পোরেশন ও পুরসভায় নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা। ফলে পুরভোটের আগে সংগঠনকে মজবুত করাই বিজেপির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বিশেষ করে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদল এবং তৃণমূলের কুড়িজন সাংসদের এনসিপিআই দলে যোগদানের পর বিজেপির নিচুতলার কর্মীদের একাংশের মধ্যে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তা নিয়েও আলোচনা হতে পারে বৈঠকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ক্ষোভের প্রতিফলনও দেখা যাচ্ছে। যা নিয়ে বিজেপির সাংগঠনিক স্তরে যথেষ্ট সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলেই সূত্রের খবর ।

ফলে নীতিন নবীনের এই সফরকে সাংগঠনিক পুনর্গঠন ও কর্মীদের মনোবল বাড়ানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বন্দেমাতরমে সমাপ্ত বাদল অধিবেশন

কাটল না। শেষ দিনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল স্পিকার ওম বিড়লার ঐতিহ্যবাহী চা-চক্র বয়কট। কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মতো বিরোধী দলগুলি ওই চা-বৈঠক বয়কট করে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উপস্থিত থাকলে তারা স্পিকারের চা-চক্রে যোগ দেবে না। সেই অবস্থান অনুযায়ী কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের দফতরে চলে যান কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা। বিরোধী শিবিরের আর এক গুরুত্বপূর্ণ দল ডিএমকে অবশ্য স্পিকারের চা-চক্রে উপস্থিত ছিল। ফলে বিরোধী জোটের মধ্যেও এই বিষয়ে অবস্থানের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সূত্রের খবর, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এবং কে সি বেণুগোপালের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের চা-বৈঠকে যোগ দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উপস্থিত থাকলে বৈঠকে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

শেষ দিনের আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, স্পিকারের সমাপনী বক্তব্যের অনুপস্থিতি। সাধারণত সংসদের অধিবেশন শেষ হওয়ার আগে লোকসভার স্পিকার অধিবেশনের কার্যক্রম, মোট কাজের সময় এবং সংসদের উৎপাদনশীলতা নিয়ে একটি সমাপনী বক্তব্য রাখেন। কতক্ষণ সংসদ কার্যকরভাবে চলেছে, নির্ধারিত সময়ের কতটা ব্যবহার করা হয়েছে এবং কতগুলি বিল বা বিষয় নিয়ে কাজ হয়েছে—তার একটি সার্বিক পর্যালোচনা থাকে সেই বক্তব্যে। কিন্তু এবারের অধিবেশনে দীর্ঘ অচলাবস্থা ও সীমিত কার্যক্রমের পর শেষ দিনের বৈঠকে স্পিকারের সেই প্রথাগত ভ্যালেডিক্টরি বা সমাপনী বক্তব্য শোনা যায়নি।

এনআরএসের শৌচালয়ে নার্সের দেহ, তদন্ত কমিটি

যা যা বিষয় পাওয়া গিয়েছে, তা পুলিশ এবং প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

ওই ঘটনায় এন্টালি থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য দফতরও তদন্ত শুরু করেছে। স্বাস্থ্য দফতর ইতিমধ্যেই একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে, সাত দিনের মধ্যে ওই কমিটি রিপোর্ট দেবে। তদন্ত কমিটিতে রয়েছে ফরেন্সিক বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, এন আর এসের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মনোরোগ বিভাগের প্রধান।

ওই তরুণীর উপর কোনও মানসিক চাপ ছিল কি না দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, এই মৃত্যুতে এনআরএস হাসপাতালের উপর ভরসা করতে চাইছেন না মৃতের স্বামী। তাঁর কথায় ময়নাতদন্ত হচ্ছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার সকালে হাসপাতালে যান লালবাজারের হোমিসাইড শাখার আধিকারিকরা এবং পুলিশকর্তারা।

মন্ত্রীর বক্তব্য এবং হাসপাতাল সূত্রে জানা যাচ্ছে, পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর থানা এলাকায় বাড়ি রুপালি বর্মন নামে ওই নার্সের। এমএসসি নার্সিং পাশ করা বছর তিরিশের ওই নার্সের বিয়ে হয় চলতি বছর মার্চ মাসে। তাঁর শ্বশুরবাড়ি দিল্লিতে, তিনি স্বামীর সঙ্গে দমদম ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন।

বুধবার রাত আটটা থেকে তাঁর নাইট ডিউটি শুরু হয়। তিনি প্রসূতি বিভাগের অ্যান্টিন্যাটাল ওয়ার্ডের এইচডিইউ তে কাজ করছিলেন। ওই বিভাগে প্রসবের আগে মায়েদের রাখা হয়। রাত দশটা কুড়ি নাগাদ তিনি ৩৩ নম্বর ঘরের শৌচাগারে যান।

এর পর সাড়ে দশটা বেজে গেলেও তিনি আর ওয়ার্ডে ফেরেননি। তাঁকে না পেয়ে সহকর্মীরা ফোন করেন, তাতেও সাড়া না পেয়ে ওই বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দেন। দরজার ভিতর থেকে আটকানো ছিল, ফলে সেটি ভাঙতে হয়। দরজা খোলা হলে ভিতরে দেখা যায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন রুপালি।

খবর পেয়ে জুনিয়র ডাক্তাররা এসে তাঁর চিকিৎসা শুরু করলে জানা যায় তিনি মৃত। শৌচাগারে ওই নার্সের পাশে ফেন্টালিনের তিনটি ভায়াল পড়ে থাকতে দেখা যায় বলে সূত্রের খবর। সেই সঙ্গে একটি সিরিঞ্জও। যা দেখে অনুমান করা হচ্ছে যে তিনি আইভির মাধ্যমে ওই ইঞ্জেকশন গুলি নিজে নিয়েছিলেন। ওই ওষুধগুলি অস্ত্রোপচারের সময় তীব্র ব্যথা কমানোর এবং অ্যানাস্থেসিয়ায় রোগীকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করতে ব্যবহৃত হয়। মৃত দেহের পাশে পড়েছিল তাঁর মোবাইল ফোন। পুলিশ এবং স্বাস্থ্য দফতর পৃথকভাবে ঘটনার তদন্ত করছে।

আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা সব মহলের মনেই আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। তাই সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেব্যাপারে তৎপর প্রশাসন। এই ঘটনার কারণ উদ্ধারে কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না সরকার।

আরজি কর মামলায় গ্রেফতার নির্মল

সম্প্রতি নিহত ছাত্রীর বাবা খড়দহ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই নির্মল ঘোষকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এফআইআরে নির্মল ছাড়াও নাম রয়েছে পানিহাটির ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সোমনাথ দে এবং প্রাক্তন কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়ের।

পুলিশ সূত্রে খবর, নতুন করে এফআইআর দায়েরের পরেই ওড়িশায় গা-ঢাকা দিয়েছিলেন নির্মল। পুলিশের নজর এড়াতে নতুন ফোন এবং সিমকার্ড ব্যবহার করছিলেন।

নতুন ফোন থেকেই ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন তিনি। গত মঙ্গলবার মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন ধরে নির্মলের গতিবিধি সম্পর্কে জানতে পারে পুলিশ। তারপরেই বৃহস্পতিবার পুরী লাগোয়া একটি হোটেল থেকে নির্মল ঘোষকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

আরজি করের নির্যাতিত চিকিৎসক-ছাত্রীর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী ছিল রবিবার। সেদিন উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটিতে স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পানিহাটির শ্মশানঘাটে ওই দিন ঠিক কী ঘটেছিল, সে বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটকে নির্দেশ দেন তিনি। তার পরেই সোমবার পানিহাটির তৎকালীন বিধায়ক নির্মল, মৃতার বাড়ির এলাকার পুরপ্রতিনিধি সোমনাথ দে এবং প্রতিবেশী সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়।

পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের প্রয়োজনীয় সই ছাড়াই দেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরিবারের লোকজন শেষ শ্রদ্ধা জানানোরও যথেষ্ট সময় পাননি। শ্মশানের নির্ধারিত খরচও তাঁদের কাছ থেকে নেওয়া হয়নি। কেন এত তাড়াহুড়ো করে দেহ সৎকার করা হল? কেন নির্মল-সহ তিন জন দেহ সৎকারে এত সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন? এই প্রশ্নই তুলেছেন নিহতের বাবা-মা। তাঁদের অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দেহ দ্রুত শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ তৈরি করা হয়েছিল।

এ বার তদন্তের কেন্দ্রে একটাই প্রশ্ন—আরজি করের সেই রাতের শেষকৃত্যে আসলে কী ঘটেছিল? কে দিয়েছিল দ্রুত দাহের নির্দেশ? তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক নির্মলের গ্রেফতারির পর এবার সেই উত্তর খোঁজার পালা।

নেতাজি বিতর্কে সম্মান হারালেন অনন্ত মহারাজ

এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদানকে খাটো করা বা অবমাননাকর শব্দ প্রয়োগ করাকে সর্বস্তরের মানুষ তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে দেখছেন। একাধিক থানায় অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হওয়ার পাশাপাশি তাঁর সাংসদ পদ খারিজের দাবিও উঠেছে। এই আবহে রাজ্য সরকারের কড়া অবস্থান বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, জাতীয় ভাবাবেগ ও ঐতিহাসিক সম্মান রক্ষার প্রশ্নে নীতিগত কঠোরতা বজায় রাখা রাজনৈতিকভাবেও অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ ও আঞ্চলিক মেরুকরণের নিরিখে অনন্ত মহারাজের প্রভাব এতদিন আলোচনার কেন্দ্রে ছিল।

বঙ্গবিভূষণ প্রদানের মাধ্যমে একসময় যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, নেতাজির মতো সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বকে অবমাননার পর সেই অবস্থান ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক সমীকরণের চেয়ে ইতিহাস ও জাতীয় আবেগের স্থান যে ওপরে, এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তা পুনর্ব্যক্ত হল।

এই ঘটনা একদিকে যেমন ভবিষ্যতে যে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে জাতীয় প্রতীক ও বীরদের নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতার সতর্কবার্তা দেয়, তেমনই অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং শাসক-বিরোধী দড়ি টানাটানিতে নতুন মাত্র যোগ করেছে।

আইনের শাসন এবং ঐতিহাসিক আবেগের প্রতি মর্যাদা রক্ষার এই পদক্ষেপ আগামী রাজনৈতিক চালচিত্রকে কীভাবে প্রভাবিত করে, এখন সেটাই দেখার।

স্বাধীনতা দিবসে মেট্রোর সংখ্যা কমছে

যুগশঙ্খ প্রতিবেদন

কলকাতা। ১৩ অগস্ট

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১৫ অগস্ট কলকাতা মেট্রোর পরিষেবায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। ব্লু ও গ্রিন লাইনে ট্রেন কম চলবে। ইয়েলো লাইনে পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে। তবে বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া সরাসরি ট্রেনের সংখ্যা কমবে। পার্পল লাইনে পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে। তবে অরেঞ্জ লাইনে সম্পূর্ণ পরিষেবা বন্ধ থাকবে।

আরও কঠোর পাইলটদের ডোপ পরীক্ষার

নয়াদিল্লি। ১৩ অগস্ট

গাঁজা সেবন এবং ঘুমের ওষুধ খাওয়ার পর বিমানের দায়িত্বে ছিলেন এক পাইলট। ফুকেট থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে মাঝ আকাশে বিপত্তির তদন্তে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। ঘটনার পর বিমানকর্মীদের মাদক সেবন শনাক্ত করার বর্তমান নিয়ম আরও কঠোর করা প্রয়োজন কি না, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে ।

জোড়া অভিযোগে ফের চাপে অভিষেক

সৌভিক মন্ডল

ডায়মন্ড হারবার। ১৩ অগস্ট

ফের বিতর্কে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে জোড়া অভিযোগ রয়েছে। ২০২০ সালে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের ওপর হামলার অভিযোগ তুলে অভিষেকের বিরুদ্ধে থানার দ্বারস্থ হলেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস । অন্যদিকে, সরকারি ও ভেস্টেড জমি থেকে মাটি ও গাছ কেটে বিক্রির অভিযোগে অভিষেক-সহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলায় পুলিশি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কৃষ্ণনগর আদালত।

২০২০ সালের ৬ অক্টোবর ডায়মন্ড হারবার যাওয়ার পথে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য ও তাঁর সহযোগীদের ওপর হামলা হয়েছিল। স্রোতেরপোল এলাকায় পরিকল্পনা করেই হামলা চালানো হয় বলে দাবি অভিজিৎ দাস ওরফে ববির।

এই ঘটনায় ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি-কে ১০ পাতার অভিযোগপত্র দিয়েছেন ববি। তাঁর অভিযোগ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই হামলা চালানো হয়েছিল। অভিযোগপত্রে অভিষেক ছাড়াও জাহাঙ্গির খান, সুমিত রায়, গৌতম অধিকারী, শামিম আহমেদ-সহ আরও ৭৮ জনের নাম রয়েছে।

তবে ঘটনার সময় ববি শমীকের গাড়িতে ছিলেন না। তিনি হামলার প্রত্যক্ষদর্শীও নন। খবর পেয়ে পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, তখন বিষ্ণুপুর থানায় বিষয়টি জানানো হলেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।

এ বার ডায়মন্ড হারবার থানার পাশাপাশি পুলিশ জেলার সুপারকেও অভিযোগের প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন ববি। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে, সরকারি জমি থেকে মাটি কেটে বেআইনি ভাবে বিক্রির অভিযোগে আদালতের নির্দেশে তদন্ত শুরু হচ্ছে। গত ১৫ জুলাই কৃষ্ণনগর আদালতে মামলা করেন কালীগঞ্জের বাসিন্দা বাপন ঘোষ।

মামলাকারীর অভিযোগ, ২০১৬ সাল থেকে নদিয়ার কালীগঞ্জ ব্লক এবং মুর্শিদাবাদের শক্তিপুর এলাকায় প্রায় ৩৩ হাজার বিঘা সরকারি ও ভেস্টেড জমি থেকে মাটি কেটে বিক্রি করা হয়েছে। একই সঙ্গে সরকারি জমিতে থাকা বহু মূল্যবান গাছ কেটে ফেলার অভিযোগও রয়েছে।

এই কারবারের নেপথ্যে অভিষেকের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ও মদত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বাপন। মামলায় অভিষেক ছাড়াও কালীগঞ্জের বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক আলিফা আহমেদ, প্রাক্তন বিধায়ক হাসানুজ্জামান শেখ-সহ মোট ৩০ জনের নাম রয়েছে।

মামলাকারীর আইনজীবী শীর্ষেন্দু দাসের দাবি, মাটি ও গাছ কাটার অভিযোগ নিয়ে বন দফতর এবং স্থানীয় প্রশাসনের কাছে একাধিক বার লিখিত ভাবে জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। উলটে মামলাকারীকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ।

অভিযোগ ও নথি খতিয়ে দেখে ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ে পুলিশি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন কৃষ্ণনগর আদালতের বিচারক তরুণ মণ্ডল। পুলিশকে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে বলা হয়েছে। তবে মামলাটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন আলিফা আহমেদ। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতেই এই মামলা করা হয়েছে।

দুই ঘটনায়ই এখন তদন্তের ফলের দিকে নজর। কারণ, অভিযোগ উঠেছে ঠিকই। কিন্তু অভিযোগের সত্যতা এখনও প্রমাণিত নয়।

যুগশঙ্খ পেতে অসুবিধা হলে সরাসরি যোগাযোগ করুন:
7044007049
ফোন করার সময় সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

N.B.D.D
NOTICE INVITING e-TENDER

Notice Inviting e-Tender by the E.E./NBDD Vide **NIeT No. 27 (Sl-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 & 12) of 2026-27,** Details of works will be seen in the above mentioned NIeT in the website:- **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
North Bengal Development Department

ACRE MAKING ASSETS WORK

অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়: ১৫তম তলা, ইরোস কর্পোরেট টাওয়ার, নেহরু প্লেস, নয়াদিল্লি-১১০০১৯; টেলিফোন: ৯১-১১-৪৩১১৫৬০০, ফ্যাক্স: ৯১-১১-৪৩১১৫৬১৮
কর্পোরেট কার্যালয়: ইউনিট নং ৫০২, সি উইং, ওয়ান বিকেসি, রেডিয়ান্স ডেভেলপার্স, প্লট নং সি-৬৬, জি-ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, মুম্বই-৪০০০৫১
টেলিফোন: ০২২ ৬৮৬৪৩১০১